DAY ১৩ • স্মার্ট কমিউনিকেশন

QuillBot দিয়ে লেখা নতুন করে সাজানো

প্যারাফ্রেজ, সারাংশ, ব্যাকরণ যাচাই আর সাইটেশন — অর্থ ঠিক রেখে লেখাকে পরিষ্কার ও মৌলিক করা

Paraphrase • Summarize • Cite

Basic and Advance AI Course — সহজ বাংলা সংস্করণ



বাড়তি অংশ • কেন শিখব

কেন শিখব এই বিষয়টা?

১ **লেখা ভালো করা মানেই সুযোগ বাড়া**

অ্যাসাইনমেন্ট, রিপোর্ট, ইমেইল — সব জায়গায় পরিষ্কার লেখা মানুষের আস্থা বাড়ায়। QuillBot সেই লেখা গুছিয়ে দেয় দ্রুত।

২ **উদ্দেশ্য: অর্থ ঠিক রেখে নতুন ভাষা**

কী জন্য শিখছি — অন্যের লেখা বুঝে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা, যাতে মৌলিকত্ব থাকে আর তথ্য বদলায় না।

৩ **পড়াশোনা ও গবেষণায় সরাসরি কাজে**

কঠিন অনুচ্ছেদ সহজ করা, লম্বা আর্টিকেলের সারাংশ, সঠিক সাইটেশন — ছাত্র ও গবেষকের প্রতিদিনের কাজ।

৪ **ভুল ব্যবহার থেকে বাঁচতে**

টুলটা কী নয় — সেটা জানা থাকলে কপি-পেস্টের ফাঁদ আর প্লেজিয়ারিজমের ঝুঁকি এড়ানো যায়।



এক লাইনে: QuillBot হলো লেখার সহকারী — পড়া ও বোঝার বিকল্প নয়, বোঝা লেখাকে সুন্দর করে সাজানোর হাতিয়ার।

DAY ১৩ • রোডম্যাপ

আজ যা যা শিখব

১ **QuillBot কী, কী নয়**
সীমানা ও মূল নিয়ম

২ **ভালো প্যারাফ্রেজ**
৪টি যাচাই ও উদাহরণ

৩ **৭টি মোড**
কোন কাজে কোন মোড

৪ **সারাংশ তৈরি**
দুই মোড ও পদ্ধতি

৫ **সাইটেশন**
কখন দিতে হয়, কখন নয়

৬ **স্ব-যাচাই ও ভুল**
রুব্রিক আর সাধারণ ভুল

আজকের মূল সূত্র: প্যারাফ্রেজ = একই অর্থ, নতুন শব্দ, নতুন গঠন। সারাংশ = ছোট আকারে শুধু মূল তথ্য। আর অন্যের আইডিয়া মানেই সাইটেশন।

পরিচিতি

QuillBot কী — আর কী নয়

QuillBot যা

AI লেখার সহকারী: প্যারাফ্রেজ করা, সারাংশ বানানো, ব্যাকরণ যাচাই আর সাইটেশনে সাহায্য — লেখাকে পরিষ্কার ও মৌলিক করতে।

QuillBot যা নয়

তথ্যের উৎস নয়, পড়ার বিকল্প নয়, আর একাডেমিক সততা এড়ানোর শর্টকাটও নয়। তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব তোমারই।

কাজের টিপস: প্রতিটা কাজের আগে নিজেকে বলো: “আমি এটা বুঝেছি তো?” — বোঝা ছাড়া প্যারাফ্রেজ করলে অর্থ বদলে যাওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

শুরু করা

সেটআপ আর ৫ ধাপের কাজের ধারা

১

অ্যাকাউন্ট ও সংযোগ

quillbot.com-এ অ্যাকাউন্ট খোলো, Chrome এক্সটেনশন বা ওয়েব অ্যাপ ব্যবহার করো; প্রয়োজনে Google Docs/Word-এর সঙ্গে যুক্ত করো।

২

ফোল্ডার আলাদা রাখো

মূল লেখা (original) আর খসড়া (draft) আলাদা ফোল্ডারে — কোনটা কার লেখা, পরে যেন গুলিয়ে না যায়।

৩

কাজের ধারা মনে রাখো

Read → Understand → Paraphrase → Grammar check → Cite। এই ক্রমটাই প্রতিটা কাজের ভিত্তি।

কাজের টিপস: অফিসের ডকুমেন্টে কাজ করলে মূল ফাইলের কপি রেখে তারপর এডিট শুরু করো — ভুল হলে ফিরে যাওয়া যায়।

প্যারাফ্রেজ

ভালো প্যারাফ্রেজের ৪টি যাচাই

অর্থ একই আছে

কোনো তথ্য যোগও হয়নি, বাদও যায়নি — মূল কথাটা হুবহু টিকে আছে।

গঠন নতুন

বাক্যের সাজানো বদলেছে — শুধু শব্দ বদলে বাকি সব এক রাখা প্যারাফ্রেজ নয়।

শব্দভান্ডার নতুন

নিজের ভাষায় লেখা — মূল লেখার বাক্যাংশ যেন পরপর মিলে না যায়।

কৃতিত্ব দেওয়া

আইডিয়া অন্যের হলে সাইটেশন আছে — এটা ছাড়া প্যারাফ্রেজ অসম্পূর্ণ।

কাজের টিপস: ক্লায়েন্টের আর্টিকেল রিরাইটের কাজে এই ৪ যাচাইয়ের চেকলিস্ট ডেলিভারির আগে চালাও — রিভিশনের ঝামেলা কমবে।

উদাহরণ

দুর্বল বনাম শক্তিশালী প্যারাফ্রেজ

দুর্বল প্যারাফ্রেজ

- মূল বাক্যের ২–৩টা শব্দ শুধু বদলানো
- বাক্যের গঠন প্রায় হুবহু এক
- উৎসের নাম/সাইটেশন নেই
- পড়লেই বোঝা যায় কার লেখা থেকে নেওয়া

শক্তিশালী প্যারাফ্রেজ

- অর্থ এক, কিন্তু শব্দ ও গঠন দুটোই নতুন
- যেমন: “AI is reshaping how students learn by adapting lessons to their individual needs.”
- নিজের ভাষায় পুরো ভাবটা প্রকাশ
- শেষে যথাযথ সাইটেশন

কাজের টিপস: ব্লগ বা রিপোর্ট লেখার সময় শক্তিশালী ধরনটাই অনুসরণ করো — এটাই মৌলিক লেখা হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

মোডসমূহ

৪টি প্রধান মোড চিনে নাও

Standard

ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরাপদ — বেশিরভাগ কাজের জন্য এটাই ডিফল্ট পছন্দ।

Fluency

লেখাকে স্বাভাবিক ও ভুলমুক্ত করে — পড়তে মসৃণ লাগে।

Formal

একাডেমিক ও প্রফেশনাল লেখার গম্ভীর ভাষা — অ্যাসাইনমেন্ট ও অফিসিয়াল লেখায়।

Simple

কঠিন লেখাকে সহজ ভাষায় — জটিল abstract বুঝতে ও বোঝাতে।

কাজের টিপস: কোন মোড নেবে বুঝতে না পারলে Standard দিয়ে শুরু করো, তারপর দরকারমতো বদলাও — এটাই সবচেয়ে নিরাপদ অভ্যাস।

মোডসমূহ

বাকি ৩ মোড আর কাজ অনুযায়ী বাছাই

Creative

নতুন শব্দ ও গঠনে সতেজ লেখা — তবে ঝুঁকিও আছে।

Expand

ছোট লেখায় ব্যাখ্যা যোগ করে বড় করে — সংক্ষিপ্ত নোট বোঝাতে।

Shorten

বাড়তি শব্দ কেটে মূল কথা রাখে — লম্বা ইমেইল ছোট করতে।

কোন কাজে কোন মোড

একাডেমিক essay → Formal • কঠিন abstract → Simple • লম্বা ইমেইল → Shorten • ছোট নোটের ব্যাখ্যা → Expand • ব্যাকরণে কাঁচা খসড়া → Fluency • নিষ্প্রাণ blog intro → Creative

কাজের টিপস: সতর্কতা: প্রযুক্তিগত শব্দ, সংখ্যা, নাম আর উদ্ধৃতিতে Creative মোড চালাবে না — অর্থ বদলে যেতে পারে।

Fluency

লেখা যেন মসৃণভাবে পড়া যায়

Fluency যা ঠিক করে

- একই শব্দের পুনরাবৃত্তি — শব্দভান্ডারে বৈচিত্র্য আনে
- ছোট ছোট ভাঙা বাক্য — জোড়া দিয়ে প্রবাহ তৈরি করে
- অপ্রয়োজনীয় লম্বা কথা — সংক্ষেপ করে
- Passive-এর আধিক্য — “The report was written by the team” → “The team wrote the report”

কাজের নিয়ম

- আগে ব্যাকরণ ঠিক করো, তারপর স্টাইল
- অর্থ বদলায় এমন বাক্য ফিরিয়ে নাও
- নিজে জোরে পড়ে দেখো — কানে মসৃণ লাগছে কিনা
- শেষ সিদ্ধান্ত সবসময় মানুষের

কাজের টিপস: ইমেইল বা কভার লেটার পাঠানোর আগে Fluency চেক চালালে লেখা অনেক বেশি প্রফেশনাল শোনায়।

সারাংশ

Summarizer: দুইভাবে সারাংশ

Paragraph মোড

একটা আইডিয়া বা ছোট অংশের জন্য — পুরো অনুচ্ছেদ আকারে গোছানো সারাংশ দেয়।

Key Sentences মোড

লম্বা আর্টিকেলের জন্য — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো বেছে তুলে দেয়।

কাজের টিপস: গবেষণার আর্টিকেল পড়ার সময় প্রথমে Key Sentences দিয়ে মূল ছবিটা নাও, তারপর দরকারি অংশটা ভালো করে পড়ো — সময় বাঁচে অনেক।

সারাংশ

ভালো সারাংশের পদ্ধতি

শিরোনাম থেকে শুরু

আগে সব heading পড়ো — পুরো লেখার কাঠামোটা মাথায় পরিষ্কার হবে।

প্রশ্ন ও মূল ফল

গবেষণার প্রশ্নটা কী, আর মূল findings কী — এই দুটোই সারাংশের প্রাণ।

নাম-তারিখ-সংখ্যা হুবহু

এগুলো বদলানো যাবে না — এক অঙ্কের ভুল মানেই ভুল সারাংশ।

না দেখে লিখে মেলাও

উৎস সরিয়ে নিজের ভাষায় লেখো, তারপর মূলের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করো।

কাজের টিপস: যাচাই প্রশ্ন: Who? What? How much? Compared to what? — উদাহরণ: এক গবেষণায় AI feedback পাওয়া দলের ব্যাকরণ নির্ভুলতা ৮ সপ্তাহে +২২%, অন্য দলের +৭% — সংখ্যাগুলোই সারাংশের প্রমাণ।

সাইটেশন

কখন সাইটেশন দিতেই হবে

সাইটেশন লাগবে

- তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করলে
- কারো উদ্ধৃতি (quotation) নিলে
- অন্যের আইডিয়া বা মতামত নিলে
- ছবি, চার্ট বা ডেটা ব্যবহার করলে

সাইটেশন লাগবে না

- নিজের বিশ্লেষণ ও মতামত
- সাধারণ জ্ঞান (common knowledge)
- নিজের সংগ্রহ করা ডেটা

মনে রাখো: Citation Generator দিয়ে APA, MLA, Chicago স্টাইলে সাইটেশন বানানো যায় — তবে কোন ক্ষেত্রে কোন স্টাইল, সেটা ক্ষেত্রভেদে আলাদা; শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানের নিয়মটাই চূড়ান্ত।

কাজের টিপস: প্যারাফ্রেজ করলেও সাইটেশন ছাড়া অন্যের আইডিয়া নিজের বলে চালানো প্লেজিয়ারিজম — ক্লায়েন্টের কাজেও এই নিয়ম ভাঙা যাবে না।

স্ব-যাচাই

নিজের লেখা মাপার ১২ পয়েন্টের রুব্রিক

অর্থ (২)
মূল অর্থ ঠিক আছে কিনা

শব্দ (২)
নতুন শব্দভান্ডার ব্যবহার হয়েছে কিনা

ব্যাকরণ (২)
বাক্য ভুলমুক্ত কিনা

টোন (২)
উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষার ভাব

সাইটেশন (২)
যেখানে লাগবে সেখানে দেওয়া হয়েছে কিনা

মৌলিকতা (২)
লেখা সত্যিই নিজের ভাষায় কিনা

কাজের টিপস: নিজের স্কোর বোঝো: ১০–১২ = চমৎকার • ৭–৯ = ভালো, একবার রিভাইজ করো • ৭-এর নিচে = আবার নতুন করে কাজ করো। নিজের প্রতিটা লেখায় এই স্কোর নিজে দিয়ে দেখো।

সতর্কতা

যে ভুলগুলো সবাই করে

ভুলের তালিকা (ক)

- কপি-পেস্ট প্যারাফ্রেজ — মাত্র ২–৩ শব্দ বদলানো
- অর্থ হারিয়ে ফেলা — মূল কথা বদলে যাওয়া
- বানোয়াট তথ্য — QuillBot পরিসংখ্যান/নাম যাচাই করতে পারে না

ভুলের তালিকা (খ)

- সাইটেশন বাদ দেওয়া
- অতি-আনুষ্ঠানিক (over-formal) লেখা — সহজ জায়গায় গম্ভীর ভাষা
- উৎসকেই উপেক্ষা করা — না পড়ে শুধু টুল চালানো

কাজের টিপস: যেকোনো লেখা জমা দেওয়ার আগে এই ৬টা ভুলের তালিকা ধরে একবার মিলিয়ে নাও — বেশিরভাগ সমস্যা ধরা পড়ে যাবে।

ওয়ার্কফ্লো

৫ ধাপে পূর্ণাঙ্গ লেখার কাজ

Research
ChatGPT/Perplexity (যাচাইসহ)

Draft
QuillBot প্যারাফ্রেজ

Polish
Grammarly

Cite
Citation Generator

Review
মানুষের চূড়ান্ত দেখা

কাজের টিপস: ফ্রিল্যান্স রাইটিংয়ের কাজে এই ধারাটা টেমপ্লেট বানিয়ে রাখো — প্রতিটা প্রজেক্টে একই মান বজায় থাকবে।

বাড়তি অংশ • বাস্তব ব্যবহার

এই স্কিল কোথায় কাজে লাগবে?

একাডেমিক লেখা ও অ্যাসাইনমেন্ট

কঠিন সোর্স বুঝে নিজের ভাষায় লেখা, সারাংশ আর সঠিক সাইটেশন — ছাত্রজীবনের প্রতিদিনের কাজ।

গবেষণা ও রিপোর্ট

লম্বা আর্টিকেলের সারাংশ, তথ্য গোছানো আর রেফারেন্স সাজানোয় সময় বাঁচে অনেক।

কনটেন্ট রিরাইটিং

পুরনো ব্লগ/পোস্ট নতুন ভাষায় হালনাগাদ — ওয়েবসাইট ও পেজের নিয়মিত চাহিদা।

অফিসের লেখালেখি

লম্বা ইমেইল ছোট করা, নোট থেকে পূর্ণ ব্যাখ্যা — প্রফেশনাল যোগাযোগে সরাসরি কাজে।

উদাহরণ

ধরো একটা কোচিং সেন্টারের পুরনো ব্লগ পোস্টগুলো নতুন করে সাজাতে হবে — Shorten/Standard মোডে রিরাইট, Grammarly দিয়ে পলিশ, শেষে নিজে পড়ে যাচাই — এই এক কাজেই আজকের সব পয়েন্ট লাগল।

বাড়তি অংশ • আয়ের পথ

এই স্কিল দিয়ে আয় করা যাবে কীভাবে?

১ **Fiverr-এ এডিটিং গিগ**

Fiverr-এ “paraphrasing / article rewriting / proofreading” গিগ খোলো — নমুনা হিসেবে নিজের লেখা আগের-পরের উদাহরণ দেখাও।

২ **Upwork ও Freelancer**

Upwork/Freelancer.com-এ ব্লগ রিরাইট, সারাংশ ও এডিটিংয়ের কাজে বিড করো — ছোট কাজ দিয়ে রিভিউ জমাও।

৩ **LinkedIn ও সরাসরি ক্লায়েন্ট**

LinkedIn প্রোফাইলে সার্ভিস সাজাও; লোকাল কোচিং, অনলাইন শপ ও Facebook পেজের মালিকদের সরাসরি অফার করো।



সত্যি কথা: কারো অ্যাসাইনমেন্ট বা পরীক্ষার কাজ অবৈধভাবে করে দেওয়া যাবে না — বৈধ এডিটিং/রিরাইটিং সার্ভিসেই থাকো। আয় আসে ধারাবাহিক মান আর সময়মতো ডেলিভারি থেকে; প্রথম সপ্তাহে বড় আয়ের আশা না করে পোর্টফোলিও বানাও।

বাড়তি অংশ • কী শিখলাম + প্র্যাকটিস

আজকের সারাংশ আর তোমার কাজ

- প্যারাফ্রেজ = অর্থ এক, শব্দ-গঠন নতুন
- ৭ মোডের সঠিক বাছাই
- সারাংশে শুধু মূল তথ্য
- অন্যের আইডিয়া মানেই সাইটেশন
- স্কোরিং: ৬ বিষয়ে ১২ পয়েন্ট
- শেষ যাচাই মানুষের

প্র্যাকটিস প্রজেক্ট

১. একটা অনুচ্ছেদ বেছে ৪ যাচাই মেনে প্যারাফ্রেজ করো

২. একই লেখা ৩ মোডে চালিয়ে পার্থক্য দেখো

৩. একটা লম্বা আর্টিকেলের Key Sentences সারাংশ বানাও

৪. প্যারাফ্রেজে যথাযথ সাইটেশন যোগ করো

৫. নিজের লেখায় ১২ পয়েন্টের স্কোর দাও

৬. মাল্টি-টুল ধারায় একটা পূর্ণ লেখা শেষ করো

শেষ কথা: টুল লেখা সাজায়, কিন্তু বোঝা আর দায়িত্ব তোমারই — এই অভ্যাসটাই পেশাদার লেখকের পরিচয়।